FEB. 1 5 2001

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ছাত্রছাত্রীদেরকে উপযুক্ত নাগরিক করে তোলা : রাষ্ট্রপতি

খুলনা থেকে সংবাদদাতা : রাষ্ট্রপতি ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন, দেশের কোনো কোনো বিশেষ এলাকায় রয়েছে সম্পদের প্রাচুর্য। সব সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করে চলছে। এ জন্য প্রযুক্তি প্রয়োগ ও যুগোপযোগী উচ্চ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও অন্যান্য সম্প্রসারণ কার্যাবলী সম্পাদনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এফলপ্রসূ প্রয়াস জাতীয় অগ্রগতিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখবে।

গতকাল বুধবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি এ কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক সম্ভাবনা ও অবদান বিশ্ববাসী লাভ করলেও মানবাত্মার সার্বিক মুক্তি এখনো ঘটেনি। বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। এ মুহূর্তে আমাদেরকে চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত ও প্রসারিত করে জাতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য বাস্তব সত্য উপলব্ধি করতে হবে। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো নৈতিক চরিত্রে শক্তিশালী করে ছাত্রছাত্রীদেরকে উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করা।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত সমাবর্তনের পর তখনকার উপাচার্যকে অপমান করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় করার ঘটনা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষকসহ গুরুজনরা যা করেন, ছাত্ররা তা অনুসরণ করে। গত সমাবর্তনে আমি এ বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, কিছুদিন আগেই সাবেক উপাচার্যকে অপমান করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়। যদিও তার মেয়াদ শেষ হওয়ার মাত্র সাত দিন বাকি ছিল। জাতীয় দৈনিকগুলোর পাতায় দেখা গেলো, একজন সিনিয়র শিক্ষক উপাচার্যের কক্ষে তালা লাগাচ্ছেন। মনে হয়, তাকে অনুসরণ করেই ছাত্ররা কিছুদিন আগে সেই শিক্ষক ও উপাচার্যসহ সব শিক্ষককেই অবরুদ্ধ করে রেখেছিল।

সভাপতির বক্তব্যের আগে রাষ্ট্রপতি ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪১১ জন গ্রাজুয়েটকে সনদ প্রদান করেন। পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনের শেখ মোস্তফা আল মাসুদ ও ব্যবসা প্রশাসন ডিসিপ্লিনের সৈয়দ মাহবুব আলীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। অপর কৃতিছাত্র কে এম আজহারুল হাসান অনুপস্থিত থাকায় তাকে পদক দেওয়া সম্ভব হয়নি।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন– শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এ টি এম জহুরুল হক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এস এম নজরুল ইসলাম ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ট্রেজারার আব্দুর রাজ্জাক সরদার।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য ট্রেজারারের নাম ঘোষণা করা হলে ডিগ্রীপ্রাপ্তরা হৈ চৈ করে উঠে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা শেষ হলে পুনরায় ডিগ্রীপ্রাপ্তরা দূর হ, ভুয়া ধ্বনি তোলে। তবে বিষয়টি বেশি দূর গড়ায়নি।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী পরিষদের সদস্য, স্থানীয় সাংসদগণ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামীর জেলা ও মহানগরীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, সাবেক মন্ত্রী, সিটি মেয়র, বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি কর্মকর্তাগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।